শিক্ষকদের প্রতি কিছু

উপদেশ

বই | শিক্ষকদের প্রতি কিছু উপদেশ
মূল | শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদক | আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

শিক্ষকদের প্রতি কিছু

উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

শিক্ষকদের প্রতি কিছু উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি / অক্টোবর ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১৩৪ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ¦ ০৯

শিক্ষকদের গুরুত্ব ¦ ০৯

শিক্ষকদের প্রতি শুভেচ্ছা ¦ ০৯

শিক্ষাদান একটি বার্তা ¦ ১২

শিক্ষকের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলি ¦ ১৪

প্রথমত, ইখলাস ¦ ১৪

দ্বিতীয়ত, তাকওয়া ¦ ১৬

তৃতীয়ত, দায়িত্ববোধ ¦ ১৬

চতুর্থত, দায়ি শিক্ষক তাড়াহুড়া করেন না ¦ ১৯

পঞ্চমত, আপন প্রচেষ্টাকে ছোট মনে না করা ¦ ২১

দুটি দৃষ্টান্ত ¦ ২৩

ষষ্ঠত, ইলম ¦ ২৪

শিক্ষাদানের আগে তারবিয়াত জরুরি ¦ ২৫

আপনি হলেন আদর্শ ¦ ২৬

স্বাভাবিক বাক্য ও শব্দগুলো ছাত্রদের জেহেনে গেঁথে দিতে হবে ¦ ২৮

কল্যাণের প্রচার হবে কথা ও কাজের মাধ্যমে ¦ ৩০

সাহাবিগণ ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ ¦ ৩১

সত্যবাদিতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা ¦ ৩১

সবর ¦ ৩৩

শাস্তিদানের সক্ষমতা সত্ত্বেও ক্ষমা করা ¦ ৩৫
দয়া ও কোমলতা ¦ ৩৬
আলোচনার ক্ষেত্রে কোমলতা ও সহজতার প্রতি লক্ষ রাখা ¦ ৩৭
কথা অনুযায়ী আমল ¦ ৩৮
ন্যায় ও সমতা ¦ ৪০
সহনশীলতা, ধীরস্থিরতা এবং সুযোগকে কাজে লাগানো ¦ ৪২
সালাফের ইলম শেখানোর ক্ষেত্রে প্রহার করা ¦ ৪৫
শাস্তিদানের জন্য কিছু শর্ত ¦ ৪৮
প্রহারের ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু নীতিমালা ¦ ৪৯
বেতের ক্ষেত্রে যা লক্ষ রাখা জরুরি ¦ ৫০
প্রহারের পদ্ধতি ¦ ৫০
ভুলের পর প্রত্যাবর্তন ¦ ৫২
হাস্যরস ও অনুমোদিত রসিকতা করা নিন্দনীয় কিছু নয় ¦ ৫৩
আচরণে শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিত্বে ভারসাম্য ¦ ৫৩
ছাত্রদের তাদের মেধা অনুযায়ী সম্বোধন ¦ ৫৫
সত্য কথার মাধ্যমে উত্তম উপদেশ ¦ ৫৫
এককভাবে উপদেশ প্রদানের চেষ্টা ¦ ৫৬
ছাত্রকে সম্মান করলে সেও শিক্ষককে সম্মান করবে ¦ ৫৬
ছাত্রের প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করা ¦ ৫৮
ছাত্রদের অবস্থার অভিজ্ঞতা ¦ ৫৯
প্রতিভা, আগ্রহ ও সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করা ¦ ৬১
ছাত্রদের যোগ্যতাকে কাজে লাগানো এবং তাদেরকে দাওয়াতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা ¦ ৬৩

মাদরাসার ক্লাসের মাধ্যমে ইসলামি
মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া ¦ ৬৪
জীবন্ত শিক্ষক ¦ ৬৫
রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ¦ ৬৬
অঙ্কন শিল্পের শিক্ষক ¦ ৬৮
ভূগোলের শিক্ষক ¦ ৬৯
ইতিহাসের শিক্ষক ¦ ৭০
ছাত্রদের চিন্তাশীল হিসেবে গড়ে তোলা ¦ ৭১
ছাত্রদের মাঝে স্বাধীনতাবোধ ও আত্মবিশ্বাস তৈরি ¦ ৭১
ইখলাস ¦ ৭৩
সফলতা পেতে কাতারগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ¦ ৭৪
যেসব উপাদান শিক্ষকের কাজকে প্রভাবিত করে ¦ ৭৫
মৌলিক উপাদান ¦ ৭৫
বহিরাগত উপাদান ¦ ৭৬
শৃঙ্খলা ঠিক করা ও শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা ও উপদেশ ¦ ৭৭
যেসব উপায় শিক্ষককে তার দায়িত্ব আদায়ে সাহায্য করে ¦ ৮৩
মাদরাসার প্রশাসন (হে পরিচালক, আপনিই নেতা এবং আমির) ¦ ৮৪
পরিশিষ্ট ¦ ৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষকে তার অজানা বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার ও সাথিবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথের অনুসারীদের ওপর।

শিক্ষকদের গুরুত্ব

যেহেতু শিক্ষকরাই হলেন সীমান্তরক্ষী, প্রজন্মের মুরব্বি ও শিক্ষাঙ্গনের ভিত্তি, তাই তারা জিহাদের সাওয়াব, মানুষের কৃতজ্ঞতা এবং প্রতিশ্রুত দিবসে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির যথোপযুক্ত। তাদের সাথে কথা বলা খুবই জরুরি। কারণ, তাদের কিছু চিন্তা ও পেরেশানি আছে। আছে কিছু আশা ও যন্ত্রণা। আর তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যও রয়েছে।

শিক্ষকদের প্রতি শুভেচ্ছা

শিক্ষকদের সাথে আমার আলোচনার শুরুতে প্রথমত, আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি...

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যিনি নিজের সময় ব্যয় করার পূর্বে নিজের উপলব্ধি ও অনুভূতি ব্যয় করেছেন এবং নিজের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদানের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি নিজেকে এবং নিজের রক্তকে ব্যয় করেছেন। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যিনি বক্রকে সোজা পথে, বিপথগামীকে সঠিক পথে, আড্ডাবাজকে ভালোর দিকে, অবাধ্যকে আনুগত্যের দিকে এবং নির্বোধকে বুদ্ধিমত্তার দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। তিনি চেষ্টা করছেন বাড়াবাড়িকারীকে মধ্যমপন্থায় এবং ফাসিককে তার দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনতে। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যিনি মসজিদের মজলিশের জন্য নিজেকে ধরে রেখেছেন; যেন জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ মজলিশে স্থান পেতে পারেন। যিনি মুসলিম সন্তানদের

নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন; ফলে তাদের প্রতি তিনি স্নেহময় ও কোমল হয়েছেন। তিনি তাদেরকে সংখ্যা ও গুণে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন এবং তাদেরকে শীত ও গ্রীষ্মে সব সময় শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় ব্রত আছেন।

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যিনি নিজের প্রয়োজনকে বুকে চেপে রেখে শুধু একটি প্রয়োজনই সামনে রেখেছেন। আর তা হলো, মুসলিম প্রজন্ম যেন কুরআনের ছায়াতলে গড়ে ওঠে এবং ইমানের সুঘ্রাণ গ্রহণ করে। তারা যেন ফিরে আসে রহমানের আনুগত্যের দিকে। এ জন্যই তিনি সস্তা-দামি সবকিছু কুরবান করছেন—সাধারণ বা অতি মূল্যবান সব দান করে দিচ্ছেন।

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যিনি নিজেকে এ প্রশ্নে ব্যস্ত করেন না যে, আমি দুনিয়ার কী পেলাম! বরং তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, আমি কত দান করতে পেরেছি? আমি কতটুকু শিক্ষা ও নির্দেশনা দিতে পেরেছি? আমি কতটুকু উপকৃত হয়েছি এবং কতটুকু উপদেশ দিয়েছি? আমি কী নিদর্শন তৈরি করেছি? এগুলো নিজেকে নিজে ভর্ৎসনার প্রশ্ন। তিনি ছাত্রদের অভিযুক্ত করার পূর্বে নিজেকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, সম্ভবত আমার নিয়ত ঠিক নেই। সম্ভবত আমার পাঠদানের পদ্ধতি সুন্দর নয়। হয়তো আমি বেশি কঠোরতা করি। হয়তো আমি উদারতা ও উপেক্ষা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি।...

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ লোকদের, উম্মাহর নবি যাদের ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিয়েছেন—যা ইমাম বুখারি ﷺ তার সহিহ বুখারিতে উল্লেখ করেছেন। রাসুল ﷺ কুরআন মাজিদ শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

> 'তোমাদের মাঝে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যিনি কুরআন শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন।'[১]

এমন ব্যক্তি দুই কল্যাণ একত্রিত করেছেন। শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। নিজে পাঠ করেছেন এবং অন্যকে পাঠদান করেছেন। নিজে

১. সহিহুল বুখারি : ৫০২৭।

শিক্ষকতা এমন এক বার্তা, যার ওপর আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দেবেন—শিক্ষকতার প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা উত্তম এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের চেয়ে যে, এটি অন্যান্য যেকোনো পেশার মতো একটি অবশ্যপালনীয় পেশা।

আমাদের বুঝতে হবে যে, পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং তার বিভিন্ন মতাদর্শ দেউলিয়া হয়ে গেছে। নিকটে হোক বা দূরে তাদের এই দেউলিয়াপনা অচিরেই প্রকাশিত হবে।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানবতাকে উদ্ধার করতে পারে এবং মানবতা যা চায়, তা বাস্তবায়ন করতে পারে। বর্তমানে সমস্যা হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়ির সমস্যা। সুতরাং একজন শিক্ষককে তার শ্রেণিকক্ষ ও ক্লাসে অবশ্যই দরদি দায়ি হতে হবে।

কারণ, বর্তমানে সকল জাতি ইসলামের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর আকৃতি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন : ইহুদিবাদ, কমিউনিজম, মুক্তচিন্তা, উপনিবেশবাদ ও সুবিধাবাদ। এসব দল আজ জাগতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিতে সজ্জিত। আর এ কারণেই আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমদের দায়ি হওয়া জরুরি।

বিশেষ করে ময়দান যখন খালি, তখন দায়িদের প্রয়োজনটা আরও অনেক বেশি। বর্তমানে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করছেন এবং যারা তাদের দ্বীন, তাদের জাতি ও তাদের ইসলামি বিশ্বের জন্য হুমকিগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাদের মতো দায়ি অনেক গুণ বেশি প্রয়োজন।

কিন্তু একজন শিক্ষক চাকরির ঝামেলা আর পেশার সম্মানের মাঝেই অবস্থান করেন।

হে শিক্ষক, এ কারণেই আমি বলি, আপনার পেশাটা অনেক কঠিন, তা ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, আপনি আল্লাহর পথের একজন দায়ি এবং মুসলিমদের পতাকা বহনকারী। আপনার কাছ থেকেই তো ইসলামের বার্তা ছড়াবে। আপনার জন্য সুখবর :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ

'আর ওই ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে।'[২]

হে শিক্ষক, আপনার জন্য সুখবর যে, আপনি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনাদের জন্য হাদিস শরিফে সুখবর বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা, আসমানবাসী এবং জমিনবাসী, এমনকি গর্তের পিপীলিকা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য দুআ করে। আর আপনারা জানেন যে, শিক্ষাদান পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামি শরিয়াহ থেকে গৃহীত হবে। আর অবশ্যই এই শিক্ষাদানের কিছু মহৎ লক্ষ্য ও টার্গেট রয়েছে। যেসব টার্গেট আল্লাহ তাআলার তাওফিকের পর শুধু এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব—যিনি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে, আশা ও উদ্যমে এবং অনুমান ও পরিমাপে সমান; এবং যার স্বভাব বিকৃত হয়নি এবং চিন্তাধারাও বিচ্যুত হয়নি।

শিক্ষকের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলি

প্রথমত, ইখলাস

দায়ি শিক্ষকের জন্য জরুরি হলো, তার নিয়ত একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। তিনি তারবিয়াতের যেকোনো কাজ করবেন, সে ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই টার্গেট রাখবেন; চাই এই কাজটি আদেশসূচক হোক বা নিষেধমূলক হোক, উপদেশমূলক হোক বা তদারকি ও শাস্তিমূলক হোক। তিনি এসব কাজ লোক-দেখানো, সুখ্যাতি, মানুষের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখবেন। তবেই তার আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

২. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৩।

সংশোধিত হয়েছেন এবং অন্যকে সংশোধিত করেছেন। নিজে সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন এবং অন্যকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যিনি অবস্থান করছেন মরু বা গ্রামাঞ্চলে; কিন্তু তার সাথে রয়েছে অনির্বাপিত আলো, অন্ধকার যাকে শেষ করে দিতে পারে না। সে আলো ঘুমন্তকে জাগিয়ে তোলে এবং দিনগুলোকে বরকতময় করে তোলে।

অপরাপর মানুষ ব্যস্ত দুনিয়ার ব্যবসাকেন্দ্রে, আর তিনি মশগুল আখিরাতের ব্যবসাকেন্দ্রে ফেরেশতাদের সঙ্গে।

মানুষের পুঁজি হলো ব্যাংকে, আর তার পুঁজি মানুষের হৃদয়ে।

মানুষ মাটির শহর গড়ে তোলে, আর তিনি গড়ে তোলেন সভ্যতা, মূল্যবোধ ও গবেষণার শহর। তিনি এমন দুর্গ গড়ে তোলেন, যা আসমানের মেঘমালাকে ছাড়িয়ে যায়। সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেকোনো যুগের এবং যেকোনো স্থানের কুরআন মাজিদ শিক্ষাদানকারীকে।

يا من إلى الله تدعو * وترتجي منه أجرا
لك المدائح تترى * شعرا وإن شئت نثرا
إنا نعيش بعصر * يموج ظلما ونكرا
الخير في توارى * وأنت بالعصر أدرى

'ওহে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী এবং তাঁর কাছে প্রতিদান প্রত্যাশী, তোমার প্রশংসায় ধারাবাহিক কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে; যদিও তোমার প্রত্যাশা গদ্য। নিশ্চয় আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, জুলুম ও অনাচারের ঢেউ যেখানে প্রবল। এ যুগে কল্যাণ হারিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তো যুগের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো অবগত।'

দ্বিতীয়ত,

আমাদের প্রিয় এই দেশের সকল শিক্ষককে আমি বলব, আপনাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

বরকতময় কিছু চিন্তা, উপকারী কিছু কথা এবং সঠিক কিছু নির্দেশনা শিক্ষকদের জন্য এবং আমাদের সকলের জন্য শিক্ষা-কার্যক্রমকে আরও উন্নত করতে এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। হয়তো কথাগুলো তাদের কাছে গৃহীত হবে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পর তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে।

শিক্ষাদানের পেশাকে আপনারা কী বলেন?

শিক্ষাদান একটি বার্তা

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে খেয়াল করেন যে, শিক্ষা হলো পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি বার্তা; অর্থের বিনিময়ে কোনো পেশা নয়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক এই বিষয়টি খেয়াল রাখেন যে, এই পেশা হলো নবি-রাসুলদের পেশা। আর এই পেশাধারীরাই নবি-রাসুলদের উত্তরসূরি। তারাই মানুষের অজ্ঞতা দূর করেন। তারা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ইলম, ইমান ও জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে যান। একজন শিক্ষকের মর্যাদা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি আল্লাহর পথে নির্দেশনা প্রদানকারী। তিনি মানুষকে সে পথের নির্দেশনা দেন, যে পথে চলে তারা তাদের স্রষ্টা ও মালিকের কাছে পৌঁছতে পারবে। তিনি মানুষকে মাবুদ ও রবের দিকে এবং যে লক্ষ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সে লক্ষ্যের দিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়াও তাদেরকে উত্তম চরিত্র ও সেসব পদ্ধতি শিক্ষা দেন, যা তাদেরকে পবিত্র জিন্দেগির গ্যারান্টি দেয়।

العلم ميراث النبي كما أتـــى * في النص والعلماء هم ورثه
ما خلف المختار غير حديثه فينا * فـذاك متـاعـه وأثـاثه

'ইলম হলো নবিজি ﷺ-এর রেখে যাওয়া সম্পদ এবং আলিমগণ হলেন তাঁর উত্তরসূরি—যেমনটি হাদিসে এসেছে। প্রিয় নবিজি আমাদের মাঝে শুধু তাঁর হাদিসকেই রেখে গেছেন। আর সে হাদিসই তাঁর সম্পদ ও আসবাব।'